জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
www.nctb.gov.bd

কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, আরবি, সংস্কৃত ও পালি বিষয়সমূহ জেএসসি পরীক্ষায় এবং **কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, উর্দ্দু ও ফার্সি** বিষয়সমূহ জেডিসি পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে **বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশিজ ও আবেগীয়** ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মান যাচাই :

বিষয়:কৃষিশিক্ষা

পূর্ণমান - ১০০

তত্ত্বীয় : ৬০

ব্যবহারিক : ৪০

তত্ত্বীয় অংশ - ৬০

- শ্রেণি অভীক্ষা : ৪০
- বাড়ির কাজ : ২০

➢ কমপক্ষে ৬টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৪টি বিবেচনা করতে হবে।
➢ প্রতিটি শ্রেণি অভীক্ষা ১০ নম্বরের হবে।
➢ শিক্ষা বছরে কমপক্ষে ৪টি বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ২টি কাজের নম্বর বিবেচনা করতে হবে।

ব্যবহারিক অংশ - ৪০

- শ্রেণির কাজ : ৪০

(কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, বীজ নির্বাচন ও সংরক্ষণ, কৃষিজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ, বীজব পনের উপযোগী মাটি প্রস্তুতকরণ, কৃষিজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বাছাই, পলিব্যাগ চারা তৈরি ও বনায়নের নকশা তৈরি)

➢ শিক্ষা বছরে কমপক্ষে ৬টি ব্যবহারিক কাজ সম্পাদন করতে হবে।
➢ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৪টি ব্যবহারিক কাজের নম্বর বিবেচনা করতে হবে।
➢ প্রতিটি ব্যবহারিক কাজ ১০ নম্বরের হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
www.nctb.gov.bd

বিষয়: গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

পূর্ণমান - ১০০

তত্ত্বীয় : ৬০

ব্যবহারিক : ৪০

তত্ত্বীয় অংশ - ৬০

- শ্রেণি অভীক্ষা : ৪০
- বাড়ির কাজ : ২০

- কমপক্ষে ৬টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৪টি বিবেচনা করতে হবে। প্রতিটি শ্রেণি অভীক্ষা ১০ নম্বরের হবে।
- শিক্ষা বছরে কমপক্ষে ৪টি বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ২টি কাজের নম্বর বিবেচনা করতে হবে।

ব্যবহারিক অংশ - ৪০

- শ্রেণির কাজ : ৪০

- শিক্ষা বছরে কমপক্ষে ৬টি করে ব্যবহারিক কাজ সম্পাদন করতে হবে।
- সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৪টি ব্যবহারিক কাজের নম্বর বিবেচনা করতে হবে।
- প্রতিটি ব্যবহারিক কাজ ১০ নম্বরের হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
www.nctb.gov.bd

বিষয়: আরবি/সংস্কৃত/পালি/উর্দ্দু/ফার্সি

যে কোনো ভাষায় দক্ষতা অর্জন শোনা, বলা, পড়া ও লেখা এ চারটি দক্ষতার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে দক্ষতাসমূহ অর্জিত হলো কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা নিচে বর্ণিত কার্যক্রম ও নম্বর অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে।

পূর্ণমান-১০০

কার্যক্রম	নম্বর
শ্রেণির কাজ	২০
বাড়ির কাজ	২০
শ্রেণি অভীক্ষা	৬০
মোট	১০০

- শ্রেণির কাজ মূল্যায়ন করে প্রধানত শোনা, বলা ও পড়ার দক্ষতা মূল্যায়ন করতে হবে। তবে শ্রেণির কাজের মাধ্যমে লেখার দক্ষতাও মূল্যায়ন করতে হবে।
- বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে প্রধানত লেখা ও পড়ার দক্ষতা মূল্যায়ন করতে হবে।
- শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লেখার দক্ষতা মূলায়ন করতে হবে।
- প্রতিটি শ্রেণি অভীক্ষার জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ করতে হবে।
- শিক্ষা বছরে কমপক্ষে ৮টি শ্রেণি অভীক্ষা মূল্যায়ন করতে হবে। তবে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৬টি শ্রেণি অভীক্ষার নম্বর বিবেচনা করতে হবে।

- কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, আরবি, সংস্কৃত, পালি, উর্দ্দু ও ফার্সি এসব বিষয়সমূহ অর্থ্যাৎ ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহের মূল্যায়ন (শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, শ্রেণি অভীক্ষা) বিষয় শিক্ষক বিষয়ের জন্য ক্লাস রুটিনে নির্ধারিত সময়ে ধারাবাহিকভাবে শ্রেণিকক্ষেই সম্পাদন করবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে রবিষয়সমূহের মূল্যায়ন কোনোভাবেই কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষার সাথে নেওয়া যাবে না।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
www.nctb.gov.bd

শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধের (আবেগীয় শিখনফল) ধারাবাহিক মূল্যায়ন নির্দেশক ও রেকর্ড সংরক্ষণ ছক

		সাময়িক পরীক্ষা																				প্রাপ্ত নম্বর		মন্তব্য	
রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	নিয়মানুবর্তিতা		দেশপ্রেম		সততা		নেতৃত্ব		শৃঙ্খলা		সহযোগিতা		সক্রিয় অংশগ্রহণ		সহিষ্ণুতা		সচেতনতা		সময়ানুবর্তিতা					
		১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়	১ম	২য়
১																									
২																									
৩																									

নির্দেশনা : ছকে উল্লিখিত দশটি নির্দেশকের আলোকে শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী প্রতিটি নির্দেশকের জন্য ৩ (অতি উত্তম) বা ২ (ভালো) বা ১ (অগ্রগতি প্রয়োজন) পেতে পারে। ১০টি নির্দেশকের জন্য একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩০ নম্বর এবং সর্বনিম্ন ১০ নম্বর পেতে পারে। শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়নে চার স্তরের পৃথক মতামত নিচের ছক অনুযায়ী প্রদান করতে হবে :

নম্বরের সীমা	শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন মতামত
২৬-৩০	অতি উত্তম
২১-২৫	উত্তম
১৬-২০	ভালো
১০-১৫	অগ্রগতি প্রয়োজন

- ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ১ম ও ২য় সাময়িক অষ্টম শ্রেণিতে ১ম সাময়িক পরীক্ষাসহ মোট ৫ বার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। ৫ বারের প্রাপ্ত নম্বরের গড় নম্বর বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষাবোর্ডসমূহে প্রেরণ করতে হবে। শিক্ষাবোর্ডসমূহ জেএসসি ও সমমানের পরীক্ষার নম্বর পত্রের সাথে বিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা, চারু ও কারুকলা এবং কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা বিষয়সমূহের ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর উল্লেখ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করবে। তবে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত এ বিষয়গুলোর নম্বর শিক্ষার্থীর গ্রেড নির্ধারণে প্রযোজ্য হবে না। বিয়য়গুলোর প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষার্থীর বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
- শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন মতামত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
- প্রতি সাময়িক শেষে শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন মতামত অবশ্যই অভিভাবকগণকে দেখাতে হবে।